‘সরকারের ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে সেনাবাহিনীর ব্যর্থ হওয়া’

অধ্যাপক মো : আনোয়ার হোসেন
সাধারন সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মহিউদ্দিন নিলয়** ও এস এম আজাদ

সাপ্তাহিক ২০০০ : একজন শিক্ষক হিসেবে এই সরকারের কার্যক্রম নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

মোঃ আনোয়ার হোসেন : তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের কাছ থেকে শুরুতে আমরা যে ঘোষণাগুলো শুনেছি, সেগুলো তো আমাকে দারুণভাবে অশান্বিত করেছে। মনে হয়েছিল যে, বাংলাদেশে আমরা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারব। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছিল সেই লক্ষ্য সাধনে, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রশ্নে তেমন কোনো অগ্রগতি আমরা দেখছি না। অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে, সংস্কার করা হবে নানা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনৈতিক সংস্কার। কিন্তু সে সংস্কারের নামে আমরা যা দেখছি তা আমাদের আতঙ্কিত করে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। আমাদেরকে ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত করে। কারণ হচ্ছে, আমরা এ বিষয়গুলো অতীতে দেখেছি। সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসে সংস্কারের নামে দল ভাঙে এবং নিজেরা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। তারপর তাদের গড়া রাজনৈতিক দল দিয়ে সাজানো নির্বাচন করে তারা ক্ষমতায় আসে।

২০০০ : ইতিহাসের আরেকটি পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে ভেবে শঙ্কিত হচ্ছেন?

আনোয়ার হোসেন : যদি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সেই পথেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে সামগ্রিক অবস্থা। তবে এ ক্ষেত্রে কথাও আছে, এটা যে মানুষ গ্রহণ করছে না সে লক্ষণগুলো স্পষ্ট। এই যে প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান। আমিও অনেক ক্ষেত্রে মনে করি, মতিউর রহমান বর্তমান সরকারের মুখপাত্রের মতো কাজ করেন। সেই মতিউর রহমানের কয়েক দিন আগে লেখা একটি প্রতিবেদন দেখলাম। সেখানে তিনি বলছেন, বর্তমান সরকারের জনসমর্থন কমতে শুরু করেছে। মতিউর রহমান যেহেতু এ কথা বলছেন, তখন তো বলতে হয় তাদের ঘরের লোক এ কথা বলছেন। জোট সরকারের দুঃশাসনের ফলে যে সংকটের মধ্যে মানুষ পড়েছে, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য। সেই দ্রব্যমূল্য দেখুন কত বেড়ে গেছে।

২০০০ : এই সংকট তো ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে...

আনোয়ার হোসেন : জোট সরকারের বিরুদ্ধে একটা বড় রকমের অভিযোগ ছিল যে, তারা দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সেখানে সিন্ডিকেট কাজ করছে। সে চক্র তো এখনো নির্মূল হলো না। সূচক মূল্য তো বেড়েই গেল। এমনকি শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপারেও নানা সমস্যা আমরা দেখছি। অন্যদিকে, আরেকটি শঙ্কা আমাদের মনে। ’৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যে সরকার ক্ষমতায় এল, পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া যায় এরা বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা ছিল তারা ক্ষমতাসীন হয়েছিল। দীর্ঘদিন তারা দেশ শাসন করেছে। মাঝখানে ব্যতিক্রম আওয়ামী লীগের ৫ বছর। সেই ৫ বছরেও এই শক্তির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ তেমন কিছু করতে পারেনি। জোট সরকারের সময় সেই শক্তিটি আরো প্রবল হলো। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে তারাই যেন ক্ষমতায় আছে। জোটের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল যে অংশ, সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক যে অংশ এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে যারা বিরোধী তারাই যেন আজকে হর্তাকর্তা। এর লক্ষণ নানাভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

২০০০ : জামায়াতের ব্যাপারে সরকারের দ্বৈতনীতির প্রশ্ন উঠছে। আপনার কী মনে হয়...

আনোয়ার হোসেন : একই রকম মামলায় শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হলো আর জামায়াতের মুজাহিদ বাইরে গিয়ে ঘুরে এল। এটাই তো সরকারের দ্বৈতনীতি। দুই দলের দুজন প্রধান, যাদের দুঃশাসনের জন্য ক্ষমতায় এল বর্তমান সরকার। তাদের একজন টেলিকনফারেন্স করে যাচ্ছেন এবং ক্যান্টনমেন্টে যথাস্থানে আছেন, সবকিছুই করতে পারছেন। আরেকজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এই যখন অবস্থা, তাহলে সরকারের জনপ্রিয়তার কী অবস্থা তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। একটা উদাহরণ দিই। ১৭ আগস্টের প্রশ্নে অনেকে মতামত দিয়েছেন যে, এর সঙ্গে যুক্ত আছে জামায়াত। এ ব্যাপারে জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এটা পত্রিকায় এসেছে। আমার প্রশ্ন হলো, একটি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেছেন, তার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী প্রয়োজন? কিন্তু তার কি কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? নেয়া হয়নি। পুলিশ, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলসহ সবক্ষেত্রে বেশির ভাগ শীর্ষ পর্যায়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে জামায়াতের লোক। আমাদের বিভিন্ন সিলেকশন কমিটিতে চলে এসেছে জামায়াতিরা। একজনকেও সরানো হয়নি। আমি আরেকটি উদাহরণ দিই। আমাদের রেডক্রসের চেয়ারম্যান হন বাংলাদেশের অত্যন্ত গুণী ব্যক্তিরাই। জোট সরকারের পর আসা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেখানে বসিয়ে দেয়া হলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের জামায়াতের একজন রুকনকে। তার নাম প্রফেসর রব। কই তাকে তো সরিয়ে দেয়া হয়নি। সুতরাং সংশয় মানুষের মনে, ক্ষমতায় কারা এসে বসেছে!

২০০০ : সরকার একটি নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন। আপনার কি মনে হয় ২০০৮-এর ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে?

আনোয়ার হোসেন : কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়নি। এটা কোনো রোডম্যাপ হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, রোডম্যাপ কীসের? একটা নতুন শব্দ শুনি- রোডম্যাপ। আমাদের তো রোডম্যাপের প্রয়োজন নেই। নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন হবে। ঐ তারিখের মধ্যে সুষ্ঠু একটি ভোটার তালিকা হবে। এবং সেই নির্বাচনের লক্ষ্যে ঐ তারিখে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসব। ঐ তারিখের মধ্যে আমরা প্রতীকগুলো বরাদ্দ দেব। কতগুলো তারিখ আমাদের দরকার। সেগুলো কি ঘোষিত হয়েছে? এই যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে।

হ্যাঁ, সেখান থেকে আজিজের মতো, মাহফুজের মতো ব্যক্তিদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সে জন্য মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু তারা যে টাকা-পয়সা লুটপাট করেছে তার তো বিচার হওয়া দরকার ছিল। তাদের সরিয়ে নেয়া হলো কাদের? তাদের মধ্যে একজন ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন। সমকাল পত্রিকায় পরপর দুই দিন প্রধান শিরোনাম হলো যে, তার বিরুদ্ধে ২০ হাজার টন গমের একটি বিষয় আছে। সেই গম পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের। তিনি একটি দলের সমর্থক বলে তাকে বিশেষ অবসর দেয়া হয়েছে। যখন এ প্রশ্নগুলো উঠেছে, তখন তিনি কিন্তু বলেছেন এটা সেনাবাহিনীর বিষয়। তিনি কি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন? অস্বীকার করার মতো উপায় নেই। সেই লোকটি হয়েছেন নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য। তাহলে এই নির্বাচন কমিশনের তো গোড়াতেই গলদ।

২০০০ : কমিশন তো আগামী মাসে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মিটিং করার কথা ঘোষণা দিয়েছেন...

আনোয়ার হোসেন : এই কমিশন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলার নেই। আমি একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছি। কমিশন ইতিমধ্যেই তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। কারণ তারা বিভিন্ন সময় এমন অনেক কথা বলেছে, যার কিছুই তারা করতে পারেনি। আমরা ঘর পোড়া গরু তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। আমি তো পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে সময় দেখেছি। তারপর বাংলাদেশ আমলও দেখলাম। জিয়াউর রহমানের সময় দেখলাম। এরশাদ কত লোককে যে দুর্নীতিবাজ হিসেবে জেলে পুরলো আবার তাদের নিয়ে দল করল। যাদেরকে দিয়ে এখন দলভাঙা হচ্ছে এরা কি খুব শুদ্ধ লোক? যারা এখন টক শো করছে, মোটরসাইকেলে মহড়া দিচ্ছে এবং দল ভাঙার কাজ করছে তারা কি খুব সৎ লোক? কাদের প্ররোচনায় তারা এসব করে, কাদের সহায়তায় তারা করে এটা মানুষ বোঝে। তাই নির্বাচন কমিশন যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে ফেলবে– এ ব্যাপারে আমার গভীর সন্দেহ রয়েছে।

২০০০ : যাদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের কাজ চলছে তাদের সম্পর্কে ...

আনোয়ার হোসেন : বিএনপির সংস্কারের নেতা হচ্ছেন মান্নান ভূঁইয়া। তিনি বাম রাজনীতিতে ছিলেন। কিন্তু এই ভদ্র মানুষের মন্ত্রণালয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। সে দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। আওয়ামী লীগের মধ্যেও সংস্কার নিয়ে যারা নানা কথা বলেছেন তাদের সম্পর্কে নানান কথা শোনা যাচ্ছে। ক্ষমতায় থাকাকালীন দুর্নীতির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার কথা বের হচ্ছে। তারা হচ্ছেন সংস্কারের প্রতিভূ। তাছাড়া, সংস্কারের নামে অনেকেই পার পেয়ে যাচ্ছেন। মেয়র মহিউদ্দিন সাহেবকে ধরা হলো। খোকা সাহেবকে তো ধরা হয়নি। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন রাজনীতি করবেন না। এতেই সব মাফ হয়ে গেল।

২০০০ : সরকার পরিচালনায় সেনাবাহিনী যে ভূমিকা রাখছে, আপনি তা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আনোয়ার হোসেন : যদি সরাসরি সামরিক শাসন থাকত তাহলে বুঝতাম যে সামরিক শাসন। কিন্তু এখন কাগজে কলমে সামরিক শাসন নেই। আছে নিরপেক্ষ নির্দলীয় বেসামরিক সরকার। কিন্তু বাস্তবে কী চলছে? আমি মনে করি, কঠিন সামরিক সরকারের মধ্যেই যেন আমরা আছি। গত জুলাই মাসের ২১ তারিখ ছিল কর্নেল আবু তাহেরের মৃত্যুবার্ষিকী। '৭৬-এ জিয়াউর রহমান তাকে ফাঁসি দিলেন। আমি নিজে জেল থেকে বেরিয়েছিলাম '৮০ সালে। আমি শিক্ষক ছিলাম। আমারও ১২ বছর সাজা হয়েছিল। ৫ বছর কারাভোগের পর আমি বের হলাম। তারপর থেকে এই ২১ জুলাই একটি ব্যতিক্রম। এছাড়া সব সময় এমনকি এরশাদের কঠিন সামরিক সরকারের সময় তাহের সংসদ থেকে আমরা টিএসসিতে আলোচনা সভা করেছি। আমাদেরকে সামরিক সরকারের কাছে লিখিত আবেদন করতে হয়েছে। সেখানে অনেক সিল পড়লেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলেছে। এবার আমরা কোনো আলোচনা সভা করতে পারিনি। এমনকি শিশু-কিশোরদের যে ছবি আঁকা, সেটাও করতে পারিনি। তাহলে কী বলব, এরচেয়ে কঠিন মার্শাল ল আর কী হতে পারে? অন্যদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির তৎপর। তারা সম্মেলন করছে। শক্তি প্রদর্শন করছে। প্রবল প্রতিবাদের মুখে শিবিরের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। শিবিরের বিরুদ্ধে যারা কাজ করল তাদের কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে পুরল। সুতরাং সামরিক শাসন তো বটেই, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জামায়াতের শক্তি। মার্শাল ল আসার আর কি প্রয়োজন আছে? নামে মার্শাল ল নেই, কাজে মার্শাল ল আছে। এর চাইতে সুন্দর ব্যবস্থা আর কী হতে পারে!

২০০০ : জরুরি অবস্থার বিষয়টি তো সংবিধান মতে ১২০ দিনে অকার্যকর হয়ে যাওয়ার কথা। এটা নিয়ে...

আনোয়ার হোসেন : আমাদের তো ১২০ দিনের পর বহুদিন পেরিয়ে গেল। এখন তো দেশে বন্যা। মানুষ কিন্তু মারা যাচ্ছে। এই বন্যা কিন্তু '৮৮, ৯৮ এমনকি ২০০৪ সালের বন্যার মতো গুরুতর নয়। ইতিমধ্যে পাঁচ শতাধিক মানুষ মরে গেছে। মানুষ ভেসে যাচ্ছে। মানুষ মারা যাচ্ছে কেন? মানুষজন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে পারছে না।

২০০০ : ত্রাণ দিতে তো আপনি নিজেও গিয়েছেন। আপনার অভিজ্ঞতা যদি একটু বলেন...

আনোয়ার হোসেন : আমাদের শিক্ষকদের ৫টি টিম এ পর্যন্ত আমরা পাঠিয়েছি। আমাদের যে টিম সিরাজগঞ্জ গিয়েছিল সেখানে ৬০০ মানুষ ছিল। অভুক্ত মানুষ রোদে পুড়ে বসে ছিল। তাদের জন্য ছিল মাত্র ১ লাখ টাকা। সেখানে বলা হলো দেয়া যাবে না। এ টাকা দিতে হবে সরকারি ট্রেজারিতে। তারপর সরকার বন্টন করবে। এখন তো দরকার মানুষের হাতে সাহায্য পৌঁছানো। সরকার দিল না কে দিল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ৫ ঘণ্টা এটা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হলো। যখন বলা হলো, ঠিক আছে আমরা ত্রাণ নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি, সেখানেই সাংবাদিক সম্মেলনে বলব যে এ অবস্থা। তখন বিশেষ ব্যবস্থায় অনুমতির ব্যবস্থা করলেন। ব্যানার নেয়া যাবে না কেন? সমস্যা কোথায়? সেনাবাহিনী যখন তার উর্দি পরে যায় সেটাই হচ্ছে তার ব্যানার। এবং তার প্রয়োজন আছে। সেনাবাহিনী যদি ব্যানার নিয়ে যেতে পারে, সাধারণ মানুষ পারবে না কেন?

২০০০ : সরকারের একজন উপদেষ্টা যে ব্যর্থতার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

আনোয়ার হোসেন : ব্যর্থতার আশঙ্কা তারা কেন করছেন সেটা তারাই ভালো বলতে পারবেন। তাদের যে জনপ্রিয়তা ছিল সে জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে। সমস্যার সমাধান কোনোভাবে হচ্ছে না। তারা তো ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছে। কোনো এক্সপেরিমেন্টই সফল হয়নি। সুতরাং পদে পদে এ এক্সপেরিমেন্টগুলো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব ভেবেই হয়তো তারা ব্যর্থতার কথা ভাবছেন। এ ব্যর্থতার আশঙ্কায় তাদের নিজেদের ভীত হতে হবে। আমাদের ভীত করে লাভ নেই। তাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

২০০০ : এই ব্যর্থতার আশঙ্কা কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে...

আনোয়ার হোসেন : ব্যর্থ হওয়ার কথা তাদের একজন উপদেষ্টা বলেছেন। ঐ উপদেষ্টা সম্পর্কে কম বলাই ভালো। তার নানা উক্তি নানাভাবে বর্তমান সরকারকে সমস্যায় ফেলছে। তিনি বলেছেন, তারাও ব্যর্থ হতে পারেন। সেই ব্যর্থতায় তো মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সরকারের ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে সেনাবাহিনীর ব্যর্থ হওয়া। সেটা তো ঠিক হবে না। ব্যর্থ হলে কী হবে? আবার আত্মত্যাগের পথ বেছে নিতে হবে। সে পথে কি আমাদের যাওয়া ঠিক হবে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে না বলে আমাদের সেনাবাহিনী প্রধানের প্রতি আমার একটা বিনীত আহ্বান, এই সেনাবাহিনী হচ্ছে সেই সেনাবাহিনী, যারা জনগণের পাশে থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল, দেশকে স্বাধীন করেছিল। সুতরাং এই সেনাবাহিনী হচ্ছে এই দেশের অস্তিত্বের অংশ। স্বাধীনতার পর এই সেনাবাহিনী অতীতে যে ভুলগুলো করেছিল, সে ভুলের মাশুল আমাদেরকে দিতে হয়েছে। যে জন্য বারবার আন্দোলন করতে হয়েছে ভুল থেকে শুদ্ধ অবস্থানে আসার জন্য। সেই ইতিহাস সেনানায়কদের সামনে আছে। সেই প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আমি বলব, ঐ যে বলা হয় বাঘের পিঠে সওয়ার হলে নাকি নামা যায় না- এটাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এটা পাকিস্তান নয়, এটা আফগানিস্তান নয়, এটা মিয়ানমার নয়, এটা আফ্রিকার কোনো দেশ নয়, এটা বাংলাদেশ। বহু মানুষই তো মারা গেছে জোটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। সুতরাং সেই আন্দোলনের ফসল হিসেবে মানুষ দেখছে এ সরকারকে। সেই কমিটমেন্টটা রক্ষা করতে হবে।

২০০০ : এত দ্রুত নির্বাচনের প্রয়োজন কেন অনুভব করছেন?

আনোয়ার হোসেন : আমরা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন। প্রয়োজনে আমাদের নির্বাচন কমিশনকে পুনরায় পুনর্গঠিত করুন। মানুষের একটা আস্থা

আসুক এ নির্বাচন কমিশনের ওপর। অতি দ্রুত ভোটার লিস্ট তৈরি করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় চলে যান। আমি দেখছি দেশের কোনো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সবাই কিন্তু নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ব্যবসায়ীরা বসে আছে, কেউ কিছু করছে না। এ অবস্থায় দেশ চলতে পারে না। এ অবস্থায় জামায়াত-শিবির সংগঠিত হচ্ছে, তারা আরও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। এবং তারা কী নির্মম তার উদাহরণ আমরা পাকিস্তানের লাল মসজিদে দেখেছি। পারভেজ মোশাররফ দুজন প্রধানমন্ত্রীকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দুজন প্রধানমন্ত্রীকেও বাইরে পাঠানোর প্রক্রিয়া ছিল, সেটা হয়নি। পারভেজ মোশাররফকে এখন অন্য দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে। এগুলোর কোনোই প্রয়োজন নেই। সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের গৌরবমণ্ডিত সেনাবাহিনীকে একটা কথা মনে রাখতে হবে। সেনাবাহিনীর ভুল সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে, জাতির জনককে হত্যা করা হয়েছে, জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর এ ভুলগুলোয় দেশে বিশৃঙ্খলা হয়েছে। শৃঙ্খলায় নিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষ। কর্নেল তাহের একবার চেষ্টা করেছিলেন দেশকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে। সফলও হয়েছিলেন। তাকেও মেরে ফেলা হয়েছে। পরে সাধারণ মানুষকে গণ-অভ্যুত্থান করতে হয়েছে।

২০০০: সেনাবাহিনী এখন কী ধরনের ভূমিকা নিতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আনোয়ার হোসেন : জেনারেল মইন উ আহমেদ অনেক কিছু করতে পারেন। তিনি জাতির জনককে যথাযোগ্য স্থান দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ কাজটি তাকে করতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের এই যে গোলাম আযম, নিজামী, মুজাহিদ তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে ফাঁসি দিতে হবে। দেশে যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো আছে তাদেরকে আস্থায় এনে অবিলম্বে একটি নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে পারেন। এ তিনটি কাজ যদি অতি দ্রুত করতে পারেন জেনারেল মইন উ আহমেদ, তার নাম হাজার বছর ধরে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

২০০০ : এমন একটা কথা শোনা যায় যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফের কিছু এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করছে বর্তমান সরকার। এটা নিয়ে আপনার মত কী?

আনোয়ার হোসেন : এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। শুধু অর্থনীতি কেন, শিক্ষাব্যবস্থাও এর আওতামুক্ত নয়। ৪টি মাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে ৭৩ অধ্যাদেশ। এখন এই ৭৩ অধ্যাদেশের বদলে তারা তথাকথিত একটি অ্যামব্রেলা প্রজেক্ট তৈরি করেছে জোট সরকারের আমলে। সেটা হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে। এসব হলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন । গণতান্ত্রিক সরকার যত দুর্বলই হোক, তাদের সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলি বা আইএমএফ বলি, তাদের প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়ন তুলনামূলক কঠিন। অনির্বাচিত সরকার, যাদের জনগণের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই, তাদের ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কাজ করা সুবিধা। আমাদের বন্দরের কথা বলি, আমাদের সেই পাটকলগুলোর কথা বলি। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে দাঁড়াতে দেয়া যাবে না- এটা হচ্ছে একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। তাছাড়া কারা এসেছে ক্ষমতায়, এরা তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের লোক। তার সঙ্গে আছে সেনাবাহিনী। তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

২০০০ : আপনারা শিক্ষকরা মিলে তো বিভিন্ন সময় বিবৃতি দেন। কিন্তু আমাদের তেল-গ্যাস, পাটকল বন্ধসহ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে বিবৃতি দেখা যায় না কেন?

আনোয়ার হোসেন : আমাদের শিক্ষকদের মূল কাজ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করা, গবেষণা করা। এর বাইরেও আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নানা প্রশ্নে আমাদের কথাগুলো বলতে পারি। তারই অংশ হিসেবে আমরা আলোচনা করি। এগুলোর ব্যাপারেও যদি প্রশ্ন আসে আমরা যে বলব না তা নয়। সে ক্ষেত্রে হয়তো যেভাবে বলা উচিত ছিল, যেভাবে করা উচিত ছিল তা হয়ে ওঠেনি। অবশ্যই সোচ্চার প্রতিবাদ সচেতন মানুষের পক্ষে করা উচিত। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

২০০০ : শেখ হাসিনা গ্রেপ্তার হওয়ার পর আপনারা যে কর্মসূচি পালন করেছেন তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে...

আনোয়ার হোসেন : শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারকে আমরা শুধু একটা নিছক গ্রেপ্তার হিসেবে দেখিনি। আমাদের কাছে এটি প্রতীয়মান হয়েছে তার এ গ্রেপ্তারটা দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার পথে একটা অন্তরায় হিসেবে। এটা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অন্তরায় সৃষ্টি করবে তা নয়, বিপদের মধ্যে পড়ব আমরা নিজেরাও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও পড়বে। সেই সব বিবেচনাতেই আমরা এ কথাগুলো বলেছি। আমরা যেটা বলতে চেয়েছি, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ যদি থাকে তাহলে তাকে সুযোগ দিন স্বচ্ছ বিচারের সম্মুখীন হওয়ার। আমাদের যে প্রচলিত আইন আছে সে আইনি ব্যবস্থায় তাকে মুখোমুখি হতে দিন। এ অবস্থায় আমরা আমাদের বিবেকের তাড়নায় এ কাজ করেছি। আমাদের প্রতিবাদটি হচ্ছে প্রতীকী প্রতিবাদ। আমরা একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছি। যে কথাগুলো মানুষ ভীতির কারণে বলতে পারছে না তা আমরা বলার চেষ্টা করছি।

২০০০ : ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। এ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

আনোয়ার হোসেন : পাকিস্তান আমলে বা তার পরে কিছুটা হলেও আমরা ছাত্র-রাজনীতি দেখেছি। তা না হলে নেতা তৈরি হবে কীভাবে? আমি নিজে ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা আমার কাজ ও গবেষণায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। এ ধরনের সরকারগুলো রাজনীতিকে ভয় পায়। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি, সন্ত্রাস আমরা চাই না। আমরা চাই সত্যিকারের ছাত্র-রাজনীতি। শিক্ষক-রাজনীতিতেও কোনো বাধা আমি দেখি না। আমাদের ৭৩ অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমরা রাজনীতি করতে পারি। শুধু তাই নয়, আমরা রাজনৈতিক দলের সদস্যও হতে পারি। আমি নিজে তো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নই। রাজনীতি সরাসরি করেন হাতে গোনা কয়েকজন। সুতরাং এগুলো কোনো সমস্যা নয়।

২০০০ : বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমান ও কর্নেল তাহেরসহ বড় বড় হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে যদি বলেন...

আনোয়ার হোসেন : বাংলাদেশের মানুষ সত্যিই হতভাগ্য। আমাদের জাতীয় জীবনে কতগুলো বড় বড় ক্ষত আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জিয়া হত্যাকাণ্ড, তাহের হত্যাকাণ্ড– এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। এগুলোর বিচার যদি হয় তাহলে আমরা সুস্থধারায় ফিরে আসব। ক্ষতের নিরাময় হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একটি ট্রুথ কমিশন করতে পারে সরকার। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকাজের একটি ভালো অবস্থা দেখছি তা শুরু হচ্ছে। আমাদের প্রধান বিচারপতি একবার বলেছেন, জোট আমলে বিচারক নিয়োগে মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। এটা শুনে আমরা আশান্বিত হলেও শেখ হাসিনার মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন দেয়ার পর তার নেতৃত্বে ফুল বেঞ্চ তা স্থগিত করে দেন। এটা নিয়ে আমরা শঙ্কিত। কর্নেল তাহেরের বিচারের রায় হয়েছে ১৭ জুলাই, ১৯৭৬। তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো ২১ জুলাই। খুব সম্ভবত ১৮ জুলাই তারিখে তখনকার প্রধান বিচারপতি সায়েম মৃত্যুদণ্ডের রায়ের কাগজে সই করলেন। কিন্তু সেই মৃত্যুদণ্ডের জন্য তখন কোনো আইন ছিল না। সে জন্য পরে ৩০ জুলাই আইন করা হলো। সেটা তো করেছেন একজন বিচারপতিই।

২০০০ : অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে সংস্কারের পদক্ষেপ দেখা গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন দেখা যাচ্ছে না?

আনোয়ার হোসেন : চারদলীয় জোটের আমলে নিয়োগকৃত এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের রেখেই দুর্নীতি তদন্ত করবেন, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কীভাবে? দলীয় বিবেচনায় যাদের নেয়া হয়েছে যোগ্যতার বিবেচনায় নয়, তাদের সরিয়ে দেয়া হোক। এখনো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ভিসি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ কমিটিতে রয়েছেন।

২০০০ : জনগণের মধ্যে একটা শঙ্কা, কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ? এ ব্যাপারে...

আনোয়ার হোসেন : দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এর উত্তর আমরা জানি না। খুবই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। আমরা যে কথা বলে যাচ্ছি শিক্ষক হিসেবে সাহস করে, মৃত্যুভয় না করে, পরোয়া না করে; সাধারণ মানুষ সে কথা বলতে পারে না। যারা আমাদের পরিচালনা করছেন তাদের কাছে বিশেষত সেনাবাহিনীপ্রধানের কাছে সনির্বন্ধ আহ্বান, মানুষের মনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন। আমাদেরকে শত্রু না মনে করে সুহৃদ মনে করুন। এতে করে আপনারা এবং দেশ উভয়ই উপকৃত হবে।

ছবি : **শ্রাবণ রেজা**